গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা পরিষদ
কেশবপুর, যশোর

'শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি'

আগস্ট/২০২২ মাসে অনুষ্ঠিত কেশবপুর উপজেলা পরিষদের মাসিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি	:	কাজী রফিকুল ইসলাম চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ কেশবপুর, যশোর।
সভার তারিখ	:	২৫-০৮-২০২২ খ্রিস্টাব্দ।
সময়	:	সকাল ১০:০০ টায়।
স্থান	:	সভাকক্ষ, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, কেশবপুর, যশোর।
উপস্থিত সদস্যবৃন্দ	:	হাজিরা খাতায় সংরক্ষিত।

উপজেলা পরিষদের মাসিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণকারী ভাইস চেয়ারম্যানদ্বয়, ইউপি চেয়ারম্যানবৃন্দ, বিভিন্ন কার্যালয়ের দায়িত্বশীল কর্মকর্তাসহ সকল সদস্যদের শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানানো হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসার সভাপতির অনুমোদনক্রমে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি জানান আগস্ট মাস শোকের মাস। এই মাসে বঙ্গবন্ধু ও তার স্বপরিবারের সকল সদস্যদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। পরিষদের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুসহ ১৫ আগস্ট সকল শহিদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করা হয়।

এরপর গত মাসের কার্য বিবরণী সভায় পাঠ করে শুনানো হয়। কার্যবিবরণী অনুমোদনের বিষয়ে উপস্থিত সদস্যদের মতামত আহবান করা হলে সকল আলোচনা ও সিদ্ধান্ত মোতাবেক কার্য বিবরণী প্রস্তুত হওয়ায় গত সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতভাবে অনুমোদিত ও গৃহীত হয়।

অত:পর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভায় আলোচনার প্রেক্ষিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নের বিষয়গুলো নিম্নরূপ:

আলোচ্য সূচি-২: ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ সংক্রান্ত আলোচনা:

ক্রম.	বিবরণ	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১	উপজেলা প্রকৌশলীর পক্ষে প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানান উপজেলা প্রকৌশলী প্রশিক্ষণে আছেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার জানান ২০২২-২৩ অর্থ বছরে রাজস্ব তহবিলের অব্যয়িত ৯৭,১৯,৫৪৬.৪৫ টাকা এবং সরকারি সাধারণ বরাদ্দ ১ম কিস্তিতে প্রাপ্ত ১৫ লক্ষ ৬২ হাজার এর ৪ গুন = ৬২,৪৮,০০০.০০ টাকা এবং ১০% অতিরিক্ত ৬,২৪,৮০০.০০ টাকা সর্বমোট= ১,৬৫,৯২,৩৪৬.৪৫ টাকার প্রকল্প গ্রহণ করা যায়। প্রতি বছর জুন মাসে তাড়াহুড়া করে প্রকল্প বাস্তবায়নে জটিলতা সৃষ্টি হয়। এছাড়া প্রকল্প গ্রহণপূর্বক ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রকল্প গ্রহণ, প্রতিবেদন, রেজুলেশনসহ উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার বরাবর নির্দেশনা রয়েছে। এজন্য দ্রুত প্রকল্প দাখিলের জন্য সকল জনপ্রতিনিধিসহ বিভাগীয় কর্মকর্তাদের ৩১/০৭/২০২২ তারিখের মধ্যে প্রকল্প দাখিলের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্য তারিখ পর্যন্ত ১) চেয়ারম্যান, সাগরদাঁড়ী, মজিদপুর, পাঁজিয়া, হাসানপুর ইউনিয়ন পরিষদ এবং উপজেলা কৃষি অফিস ও উপজেলা সমবায় অফিস হতে প্রকল্প পাওয়া গেছে। অবশিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ এবং উপজেলা পরিষদ ও বিভাগীয় দপ্তর হতে প্রকল্প দাখিল না করা দু:খ জনক এবং উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বাঁধাগ্রস্ত করার শামিল। আগামী ৩১/০৮/২০২২ তারিখের মধ্যে সকল দপ্তরকে প্রকল্প তালিকা দাখিলের অনুরোধ জানান। অন্যথায় উপজেলা পরিষদ নীতিমালা অনুযায়ী প্রকল্প গ্রহণ করবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	২০২২-২৩ অর্থ বছরের সর্বমোট ১,৬৫,৯২,৩৪৬.৪৫ টাকার প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে এবং আগামী ৩১/০৮/২০২২ তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে প্রকল্প তালিকা দাখিল করতে হবে।	উপজেলা প্রকৌশলী ও সকল জনপ্রতিনিধি, উপজেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদে ন্যাস্ত সরকারি বিভাগীয় দপ্তর, কেশবপুর, যশোর।

আলোচ্য সূচি-৩: বিভাগীয় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ:

ক্রম.	বিবরণ	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১	স্বাস্থ্য বিভাগ: উপজেলা স্বাস্থ্য ও প: প: কর্মকর্তা জানান যে, বিভাগীয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলছে। তিনি আরো জানান কেশবপুর উপজেলায় ১২ বছরের উর্দ্ধে বয়সী ব্যক্তিদের ১ম ডোজ ৭৯%, ২য় ডোজ ৭৮% সম্পন্ন হয়েছে। বুস্টার ডোজের শতকরা হার সামান্য কম। বর্তমানে ভ্যাকসিনের মজুদ আছে। ২য় ডোজের ৪ মাস অতিবাহিত হলেই যে কাউকে এসএমএস ছাড়াই টিকা প্রদান করা হবে। তিনি আরো জানান হাসপাতালের সামনে বৃষ্টি হলেই জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হচ্ছে। ভারী বৃষ্টি হলে জরুরি সেবা প্রদান কেন্দ্রে পানি উঠবে। তখন স্বাস্থ্য সেবা প্রদান কার্যক্রম মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হবে। তিনি সভাপতির মাধ্যমে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ জানান যে, উপজেলা প্রকৌশলীর সাথে যোগাযোগ করে প্রক্কলন প্রস্তুত করত: সমস্যার সমাধান করতে হবে। ড্রেনেজ ব্যবস্থাসহ যে যে কাজ	স্বাস্থ্য সেবার মান আরো বাড়াতে হবে। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে পানি নিষ্কাশনের জন্য জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মেয়র, কেশবপুর পৌরসভা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।	উপজেলা স্বাস্থ্য ও প. প. কর্মকর্তা, কেশবপুর

২	প্রাণি সম্পদ বিভাগ: উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা জানান যে, বিভাগীয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলছে। তিনি আরো জানান বর্তমানে দুগ্ধ খামারীরা খাবারের দাম উর্ধ্বগতির কারণে লাভবান হচ্ছে না। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। প্রতিটি পরিবার এবং শিশুদের দুধ খাওয়ার অভ্যাস গড়তে হবে। দুধ একটি পুষ্টিকর খাবার। তাছাড়া স্বল্পমূল্যে দুধ ক্রয় করা যায়। খাদ্য খরচ কমাতে হলে বিভিন্ন প্রজাতির পুষ্টিকর ঘাস চাষ করার জন্য খামারীদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এছাড়া স্বাস্থ্য সম্মত জায়গায় পশু জবাই করতে হবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার জানান যে, বর্তমানে ডিমের দাম অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিষয়টি দেখার জন্য অনুরোধ করেন।	প্রান্তিক পর্যায়ে খামারীদের নিয়মিত পরামর্শ প্রদান এবং বাজার মনিটরিং করতে হবে।	উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা
৩	কৃষি বিভাগ: উপজেলা কৃষি অফিসার জানান যে, বিভাগীয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলছে। বর্তমানে পাট কর্তন মৌসুম চলছে। ২৫% পাট কর্তনের বাকি আছে। মজিদপুর এবং হাসানপুর ইউনিয়নে পানির অভাবে পাট কর্তন সম্ভব হচ্ছে না। রোপা আমনের চারা রোপন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। পানির অভাবে চারার বয়স বেশি হওয়ায় ফলন কম হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। সারের পর্যপ্ত পরিমাণ মজুদ আছে। সরকার সারের উপর ব্যাপক ভর্তুকি দিচ্ছে। বেশি দামে যদি কোন ডিলার বা দোকানদার সার বিক্রয় করে তথ্য পেলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অনেক জায়গায় অনেক সার ব্যবসায়ীকে আইনের আওতায় এনে জরিমানা আদায় করা হয়েছে। সার বিক্রয়ের জন্য দোকারদারকে অবশ্যই মেমো দিতে হবে। বর্তমানে বিদেশী ফলে বাজার ছেয়ে গেছে। এগুলোতে বিভিন্ন প্রকার ফরমালিন ব্যবহার করা হচ্ছে। এজন্য দেশি ফল ফলাদি খাবার অভ্যাস গড়ার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার জানান যে ক্যাশ মেমো না থাকলে ব্যবসায়ীকে জরিমানা করা হচ্ছে। ক্যাশ মেমো ও মোবাইল নং অবশ্যই দিতে হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের নিয়মিত পরামর্শ প্রদান করতে হবে। সরকার নির্ধারিত দামে সার বিক্রয় করছে কি না নিয়মিত তদারকি করতে হবে।	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, কেশবপুর
৪	মৎস্য বিভাগ: সি: উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা জানান যে, বিভাগীয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলছে। তিনি আরো জানান উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মহোদয়, উপজেলা নির্বাহী অফিসার মহোদয়, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানসহ সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মৎস্য অভয়ারণ্য তৈরীর কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। তাছাড়া সরকারি জলাশয়ে পোনা মাছ অবমুক্ত করা হবে। বর্তমানে মৎস্য চাষী জরিপ কার্যক্রম চলমান আছে। কোন মৎস্য চাষী যেন এই জরিপ হতে বাদ না পড়ে সেজন্য তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।	দাপ্তরিক কার্যক্রম আরো জোরদার করতে হবে। বিধি মোতাবেক সরকারি জলাশয়ে পোনা মাছ অবমুক্ত করতে হবে।	সি: উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা
৫	সমাজ সেবা বিভাগ: উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা জানান যে, বিভাগীয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলছে। তিনি আরো জানান প্রতিবন্ধী ভাতার আবেদন চলমান আছে। এ পর্যন্ত বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদ হতে ২৫০ টি আবেদন পাওয়া গেছে। সকল ইউনিয়ন পরিষদ হতে আবেদন করা যাবে। তিনি আরো জানান উপজেলা পরিষদের অভ্যন্তরে অবস্থিত তার কার্যালয়ের 'গণমিলনায়তন' কেন্দ্রটি অফিস কক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। উক্ত 'গণমিলনায়তন' কেন্দ্রের দেওয়াল, ছাউনি ও কাঠামো নষ্ট হয়ে গেছে যা দ্রুত সংস্কার করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	'গণমিলনায়তন' কেন্দ্রটি সংস্কারের প্রাক্কলনসহ অর্থ বরাদ্দের জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা বরাবর প্রেরণ করতে হবে।	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, কেশবপুর, যশোর
৬	প্রকৌশল বিভাগ: উপজেলা প্রকৌশলীর পক্ষে প্রতিনিধি জানান যে, বিভাগীয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলছে। তিনি আরো জানান সকল ইউনিয়নে রাস্তার আইডি প্রদানের কার্যক্রম চলমান থাকলেও অনেক ইউনিয়ন পরিষদ হতে রাস্তার তালিকা পাওয়া যায়নি। যে সকল ইউনিয়ন হতে তালিকা পাওয়া যায়নি সে সকল ইউনিয়নের চেয়ারম্যানদের তালিকা প্রেরণ করা অনুরোধ করা হয়। ইতোমধ্যে ৭২ টি রাস্তার তালিকা মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ প্রদানের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে কাজ বাস্তবায়ন করা হবে।	দাপ্তরিক কার্যক্রম আরো জোরদার করতে হবে।	উপজেলা প্রকৌশলী, কেশবপুর, যশোর।
	উপজেলা নির্বাহী অফিসার সভাকে অবগত করেন যে কেশবপুর উপজেলাটি একটি অনগ্রসর উপজেলা। বিশেষভাবে উপজেলা পরিষদের ক্যাম্পাস, বাসাবাড়ি, প্রশাসনিক ভবনগুলো জরাজীর্ণ এবং দৃষ্টিনন্দন নয়। বিভিন্ন উপজেলায় দেখা যায় উপজেলা রাজস্ব তহবিলের অর্থায়নে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে বিভিন্ন উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন করছেন। উপজেলা প্রকৌশল দপ্তর, কেশবপুর হতে সময়মত কারিগরি প্রতিবেদনসহ প্রাক্কলন প্রস্তুত না হওয়ায় কেশবপুর উপজেলা উন্নয়ন বঞ্চিত হচ্ছে। ২০১৯-২০২০, ২০২০-২০২১ এবং ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বরাদ্দ না পাওয়ায় উপজেলা পরিষদ ক্যাম্পাসের উন্নয়ন কাজ করা সম্ভব হয়নি।	পার্শ্ববর্ণিত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের নিমিত্ত আগামী উপজেলা পরিষদের মাসিক সাধারণ সভার পূর্বে নির্বাহী প্রকৌশলী, যশোরের কারিগরি প্রতিবেদনসহ প্রাক্কলন সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপজেলা প্রকৌশলী, কেশবপুর, যশোর

	উপজেলা নির্বাহী অফিসার জানান উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে এসি স্থাপন করা প্রয়োজন। মাননীয় জাতীয় জাতীয় সংসদ সদস্য মহোদয় প্রায়ই এ বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন। এ খাতে প্রাথমিক যাচাই অন্তে ২২,৬৫,০০০.০০ টাকা ব্যয় হবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরো জানান উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অফিস কক্ষে এসি স্থাপন করা প্রয়োজন। এখাতে স্থানীয়ভাবে যাচাই অন্তে ৯,৯৭,০৪৫.০০ টাকা ব্যয় হবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরো জানান কেশবপুর উপজেলা পরিষদের প্রশাসনিক ভবনের ছাদে উঠার কোন সিঁড়ি না থাকায় নিয়মিত ছাদ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা সম্ভব হচ্ছে না। অনেক পুরাতন ছাদটি ময়লাসহ পানি জমে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এ জন্য ছাদের সিঁড়ি তৈরী করা প্রয়োজন। সম্ভব্য ব্যয় ৪,৮৩,৩৮৩.০০ টাকা। উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরো জানান উপজেলা পরিষদে ১০ জন আনসার সদস্যদের জন্য আনসার ব্যারাক নির্মাণ করা হয়েছে। এখানে পানি এবং বৈদ্যুতিক লাইন নেই। এজন্য পানি সরবরাহ লাইন ও বৈদ্যুতিক লাইন স্থাপনের জন্য ৪,৯৭,২৭৪.০০ টাকা ব্যয় হবে। উল্লেখিত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করতে হলে কারিগরি প্রতিবেদনসহ স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রাক্কলন প্রস্তুত করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।		
৭	মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ: উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার পক্ষে প্রতিনিধি জানান যে, বিভাগীয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলছে। তিনি আরো জানান নতুন সময় সূচিতে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা) অভিন্ন সময় সূচি অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে। তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।	দাপ্তরিক কার্যক্রম আরো জোরদার করতে হবে।	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা
৮	শিক্ষা বিভাগ: উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা জানান যে, বিভাগীয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলছে।	দাপ্তরিক কাজ আরও বেগবান করতে হবে।	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা
৯	পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ: উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা জানান যে, বিভাগীয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলছে। তিনি জুলাই/২২ মাসের প্রতিবেদনে জানা যায় মোট সক্ষম দম্পতি সংখ্যা ৫৯,৮৭৭ জন। সর্বমোট পদ্ধতি গ্রহণকারী- ৪৮,২৬৭ জন। পদ্ধতি গ্রহণকারীরর হার- ৮০.৬১%। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ভিত্তিক বিভাজন: অস্থায়ী পদ্ধতি- খাবার বড়ি- ৪,৭০৭ চক্র, কনডম- ১৩,৩৯৬ পিস, ইনজেকটেবলস- ১,৬৯৮ ভায়াল। দীর্ঘ মেয়াদী পদ্ধতি: আইইউডি ০৬ জন, ইমপ্লান্ট ১৫ জন। স্থায়ী পদ্ধতি: এনএসডি (পুরুষ)- ১ জন, টিউবেকটমী (মহিলা) ১০ জন। মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা: চলতি মাসে মোট গর্ভবতীর সংখ্যা- ৮৫৯ জন, মোট গর্ভবতীর সংখ্যা- ১,৬৪৭ জন। গর্ভবর্তীর মায়ের যত্ন- ৭৫৬ জন (৪-৯ মাসের মধ্যে), প্রসব (স্বাভাবিক- ৩৫ জন। জীবিত সন্তান জন্ম গ্রহণ করে ২২৩ জন। প্রসবোত্তর যত্ন ৩৪৮ জন এবং বন্ধ্যা দম্পতির পরামর্শ প্রদান করা হয় ৩০ জন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	দাপ্তরিক কাজ আরও বেগবান করতে হবে।	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা
১০	প্রকল্প বাস্তবায়ন বিভাগ: উপজেলা নির্বাহী অফিসার জানান যে, টিআর কাবিখার বরাদ্দ পাওয়া গেছে। বরাদ্দ ইতোমধ্যে বন্টন হয়েছে। প্রকল্প তালিকা দাখিল সাপেক্ষে অনুমোদিত হবে। দ্রুত প্রকল্প তালিকা দাখিলের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	টিআর ও কাবিখা প্রকল্পের তালিকা দ্রুত দাখিলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সকল ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানসহ সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর
১১	যুব উন্নয়ন বিভাগ: উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা জানান যে, বিভাগীয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলছে। তিনি আরো জানান কোন বেকার যুবক যেন অলস বসে না থাকে সে জন্য আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। ইলেকট্রিক, মোবাইল সার্ভিসিংসহ বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ চলমান আছে। এ সকল বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে বেকার যুবক যুবতী কর্মসংস্থানসহ বিদেশে গমন করছে। জেলা ও বিভাগ পর্যায়ে বিভিন্ন মেয়াদী প্রশিক্ষণ চলমান আছে। তাছাড়া যুব ঋণ প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত আছে। আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বেকার যুবকদের সহজ শর্তে এ ঋণ প্রদান করা হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	নীতিমালা অনুযায়ী সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও ঋণ বিতরণ করতে হবে।	উপজেলা প্রকল্প যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা
১২	উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তা (পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প), বিআরডিবি: উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তা জানান যে, বিভাগীয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলছে।	দাপ্তরিক কাজ আরও বেগবান করতে হবে।	উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তা
১৩	পল্লী উন্নয়ন বিভাগ (বিআরডিবি): উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা জানান যে, বিভাগীয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলছে।	বিধি মোতাবেক ঋণ প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা
১৪	সমবায় বিভাগ: উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা জানান যে, বিভাগীয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলছে।	বিধি মোতাবেক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা

১৫	মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা: উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা জানান বিভাগীয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলছে। তিনি আরো জানান ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির আওতায় মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য মোট তহবিল ১০,৫২,৯৬৬.৫৮ টাকা, ক্রমপুঞ্জিত ৫৫,৭৯,৪০০.০০, উপকারভোগী ৫০০ জন, ক্রমপুঞ্জিত আদায় ৫১,৪৯,৭৯৩.০০ টাকা, অনাদায়ী ৬,৭৪,৯৩০.০০ টাকা, ব্যাংক স্থিতি ৬,৯১,০১৯.২৬ টাকা। ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির আওতায় মহিলাদের সম্পৃক্ত করণের লক্ষ্যে ঘূর্ণায়মান ঋণের মোট তহবিল ৭০,১০০.০০ টাকা, ক্রমপুঞ্জিত ২৫,৭০০০.০০, উপকারভোগী ৬৯ জন, ক্রমপুঞ্জিত আদায় ২,৪১,৩৩৯.০০ টাকা, অনাদায়ী ৩৭,৫৯৬.০০ টাকা, ব্যাংক স্থিতি ১,০৭,১৩৫.৩৪ টাকা। ভিজিডির ২০২১-২০২২ চক্রের ২৫৮৩ উপকার ভোগীর খাদ্য শস্য বিতরণ, ১৪৯৬ জন দারিদ্র মার জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা, ৪৫০ জন কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত আছে। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক ৩ মাস ব্যাপী ৩০ জন দর্জি প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণ ও উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ (আইজিএ প্রকল্পের ২টি ট্রেডে ২৫ জন + ২৫ জন= ৫০ জন মহিলাকে বিউটিফিকেশন ও ব্লকবাটিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ সরকারি নির্দেশনা মেনে চলমান আছে। যৌতুক, নারী ও শিশু নির্যাতন, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ কার্যক্রম যথাযথভাবে চলছে। প্রতিমাসে উঠান বৈঠক ও আলোচনা সভার মাধ্যমে বাল্য বিবাহের কুফল, যৌতুক নিরোধ, নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ, মাদক ও ইভটিজিং সম্পর্কে আলোচনা সভা কার্যক্রম সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক স্বাস্থ্যবিধি মেনে পরিচালতি হচ্ছে। কেশবপুর উপজেলার ১টি পৌরসভা ও ১১টি ইউনিয়নে প্রতিষ্ঠিত ১২ কিশোর-কিশোরী ক্লাবের কার্যক্রম সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক স্বাস্থ্যবিধি মেনে পরিচালতি হচ্ছে। তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	বিধি মোতাবেক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা
১৬	জনস্বাস্থ্য বিভাগ: উপসহকারী প্রকৌশলী(জনস্বাস্থ্য) জানান যে, বিভাগীয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলছে। তিনি আরো জানান আশ্রায়ণ প্রকল্পের আওতায় ১৮৪ টি পরিবারের জন্য গভীর নলকূপ স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। আশ্রায়ণ প্রকল্পের সকল বাসিন্দা এখন সুপেয় পানি পান করছে। তাছাড়া মোট বরাদ্দকৃত গভীর নলকূপের ৯০ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ অর্থ বছরে এখনও কোন বরাদ্দ পাওয়া যায়নি। বরাদ্দ পেলে নীতিমালা অনুযায়ী বিভাজন করে কাজ বাস্তবায়ন করা হবে। তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।	নীতিমালা অনুযায়ী সকল কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে।	উপসহকারী প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য)
১৭	পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক: শাখা ব্যাবস্থাপক, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, কেশবপুর, যশোর জানান যে, বিভাগীয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলছে। তিনি আরো জানান আমার বাড়ি আমার খামারের প্রকল্পে কিছু ঋণ খেলাপি ঋণ আছে। সেগুলো আদায় করা প্রয়োজন। তিনি ইউপি চেয়ারম্যানসহ সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।	বিধি মোতাবেক সকল ঋণদান কার্যক্রম চালাতে হবে।	শাখা ব্যবস্থাপক, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক
১৮	বন বিভাগ:	অনুপস্থিত	
১৯	বিদ্যুৎ বিভাগ:	অনুপস্থিত	
২০	পানি উন্নয়ন বোর্ড: উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলীর (পাউবো) পক্ষে প্রতিনিধি জানান বিভাগীয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলছে। তিনি আরো জানান বর্তমানে কোন বরাদ্দ নেই। ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে পুনরায় কাজ বাস্তবায়ন করা হবে। তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।	দাপ্তরিক কাজ আরো বেগবান করতে হবে।	উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, পাউবো
২১	নির্বাচন অফিস: উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা জানান যে, তাকে মাসিক সাধারণ সভায় কো-আপ সদস্য হিসেবে বিবেচিত করায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি জানান বিভাগীয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলছে। তিনি আরো জানান ভোটার তালিকা হালনাগাদের কাজ অব্যাহত আছে। যদি কেউ এলাকায় কোন কারণে ভোটার হতে বা তথ্য প্রদান করতে ব্যর্থ হয় তা হলে যে ইউনিয়নে কার্যক্রম চলমান আছে সেখানে তথ্য দিতে হবে। তিনি সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।	ভোটার হালনাগাদ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হবে।	উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা
২২	ইউডিএফ:	অনুপস্থিত	ইউডিএফ
২৩	তথ্য আপা: তথ্য আপা কর্মকর্তা জানান যে, বিভাগীয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলছে।	বিধি মোতাবেক সকল কার্যক্রম চালাতে হবে।	তথ্য আপা কর্মকর্তা, কেশবপুর

উপজেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদ বিভাগের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:

ক্রম.	বিবরণ	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১	মেয়র, কেশবপুর পৌরসভার: মেয়র, কেশবপুর পৌরসভার পক্ষে প্রতিনিধি জানান যে, বিভাগীয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলছে।	বিধি মোতাবেক সকল কার্যক্রম চালাতে হবে।	মেয়র, কেশবপুর পৌরসভা
২	ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ: কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলছে।	বিধি মোতাবেক সকল কার্যক্রম চালাতে হবে।	উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান
৩	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ:	অনুপস্থিত	

৪	চেয়ারম্যান, ১নং ত্রিমোহিনী ইউনিয়ন পরিষদ: কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলছে। তিনি আরো জানান প্রতিবন্ধী ভাতার জন্য উপজেলায় আসলে বিভিন্ন ধরণের সমস্যার সম্মুখী হতে হচ্ছে। সমাধান করা প্রয়োজন।	বিধি মোতাবেক সকল কার্যক্রম চালাতে হবে।	চেয়ারম্যান, ১ নং ত্রিমোহিনী ইউপি
৫	চেয়ারম্যান, ২নং সাগরদাঁড়ী ইউনিয়ন পরিষদ: কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলছে।	বিধি মোতাবেক সকল কার্যক্রম চালাতে হবে।	চেয়ারম্যান, ২ নং সাগরদাঁড়ী ইউপি
৬	চেয়ারম্যান, ৩নং মজিদপুর ইউনিয়ন পরিষদ: কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলছে।	বিধি মোতাবেক সকল কার্যক্রম চালাতে হবে।	চেয়ারম্যান, ৩ নং মজিদপুর ইউপি
৭	চেয়ারম্যান, ৪নং বিদ্যানন্দকাটি ইউনিয়ন পরিষদ: চেয়ারম্যান জানান কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলছে। তিনি আরো জানান তার ইউনিয়নে খাল খনন করাই এলাকাবাসী অনেক খুশি। বর্তমানে জোয়ার ভাটা চলমান আছে। চাষীরা তাদের পাট জাগসহ চাষের কাজে নদীর পানি ব্যবহার করছে।	বিধি মোতাবেক সকল কার্যক্রম চালাতে হবে।	চেয়ারম্যান, ৪ নং বিদ্যানন্দকাটি ইউপি
৮	চেয়ারম্যান, ৫নং মঙ্গলকোট ইউনিয়ন পরিষদ: চেয়ারম্যান জানান কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলছে। তিনি আরো জানান বিল বুড়ুলিয়া ও পাথরা বিলের পানি নিষ্কাশন করা প্রয়োজন। দুই বিলের গেটে মাটি পড়ে ভরাট হয়ে গেছে। খাল খননের জন্য তিনি সভাপতির মাধ্যমে পানি উন্নয়ন বোর্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর বরাদ্দ প্রাপ্তির জন্য পত্র প্রেরণ করতে হবে। তিনি আরো বলেন গভীর নলকূপ স্থাপনের জন্য তালিকা প্রেরণ করা হয়েছিল। অদ্যাবধি স্থাপন করা হয়নি। দ্রুত গভীর নলকূপ স্থাপনের জন্য তিনি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাছাড়া হাট বাজার উন্নয়ন কাজের তালিকা প্রেরণ করা হয়েছে। হাট বাজার তহবিলের অর্থায়নে কাজ বাস্তবায়নের জন্য তিনি সভাপতির মাধ্যমে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	বিধি মোতাবেক সকল কার্যক্রম চালাতে হবে।	চেয়ারম্যান, ৫ নং মঙ্গলকোট ইউপি
৯	চেয়ারম্যান, ৬নং কেশবপুর ইউনিয়ন পরিষদ: চেয়ারম্যান জানান কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলছে। তিনি আরো জানান আলতাপোল ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ব্যবসায়ীদের মাঝে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ কার্যক্রম চলমান আছে। স্বচ্ছতার সাথে ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।	বিধি মোতাবেক সকল কার্যক্রম চালাতে হবে।	চেয়ারম্যান, ৬ নং কেশবপুর ইউপি
১০	চেয়ারম্যান, ৭নং পাঁজিয়া ইউনিয়ন পরিষদ: চেয়ারম্যান জানান কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলছে।	বিধি মোতাবেক কার্যক্রম চালাতে হবে।	চেয়ারম্যান, ৭ নং পাঁজিয়া ইউপি
১১	চেয়ারম্যান, ৮নং সুফলাকাটি ইউনিয়ন পরিষদ: চেয়ারম্যান জানান কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলছে। তিনি আরো জানান বর্তমানে পশু পালনে লোকসান হচ্ছে। খামারীগণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। নদী থেকে পানি নামছে। নদীতে ব্যাপক হারে শেওলা থাকায় পানি প্রবাহে বাঁধা সৃষ্টি হচ্ছে। কাটাখালী টু ডহরী পর্যন্ত খালটি খনন করা প্রয়োজন। খাল খনন করলে ধান চাষ করা সম্ভব হবে। বুরুলী ও পাথরা এলাকায় খাল খনন করা প্রয়োজন। খনন কার্য সম্পন্ন না হলে কয়েক হাজার হেক্টর জমি পতিত থাকবে। কলাগাছি বাজার নিয়ে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। তিনি সভাপতির মাধ্যমে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সমস্যার সমাধানের জন্য অনুরোধ জানান। তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	বিধি মোতাবেক সকল কার্যক্রম চালাতে হবে।	চেয়ারম্যান, ৮ নং সুফলাকাটি ইউপি
১২	চেয়ারম্যান, ৯নং গৌরিঘোনা ইউনিয়ন পরিষদ: চেয়ারম্যান জানান কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলছে। তিনি আরো জানান চুকনগর টু শোলগাতিয়া রাস্তা মন্ত্রণালয় হতে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। একই রাস্তার উভয় পার্শ্বে বেশ নাজুক অবস্থায় আছে। সেগুলোর বিষয়ে ব্যাবস্থা নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপজেলা প্রকৌশলীকে অনুরোধ করা হয়। এছাড়া রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত জেলা পরিষদের গাছগুলো বেশ ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে। সেগুলো কর্তনের জন্য ফরেস্টার সামাজিক বন বিভাগকে অনুরোধ করা হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	বিধি মোতাবেক সকল কার্যক্রম চালাতে হবে।	চেয়ারম্যান, ৯ নং গৌরিঘোনা ইউপি
১৩	চেয়ারম্যান, ১০নং সাতবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ: চেয়ারম্যান জানান কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলছে।	বিধি মোতাবেক সকল কার্যক্রম চালাতে হবে।	চেয়ারম্যান, ১০ নং সাতবাড়িয়া ইউপি
১৪	চেয়ারম্যান, ১১নং হাসানপুর ইউনিয়ন পরিষদ: চেয়ারম্যান, হাসানপুর ইউনিয়ন পরিষদ জানান যে, গত সভায় তিনি উপস্থিত ছিলেন। ভুলক্রমে অনুপস্থিত লেখা হয়েছে। তিনি আরো জানান হাসানপুর বাজার হতে বগা বাজারের অভিমুখে যেতে রাস্তার দুপাশে অনেকগুলো গাছ শুকিয়ে গেছে। গাছগুলো অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে। যে কোন সময় মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। গাছগুলো কর্তনের বিষয়ে সভাপতির মাধ্যমে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।	সরকারি বিধি মোতাবেক গাছ কর্তনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়	চেয়ারম্যান, ১১ নং হাসানপুর ইউপি ফরেস্টার, সামাজিক বন বিভাগ, কেশবপুর

আলোচ্য সূচি-৪: রাজস্ব তহবিলের বিভিন্ন নিয়মিত ব্যয় সংক্রান্ত আলোচনা:

১	রাজস্ব তহবিল: ১) চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, কেশবপুর, যশোরের জুলাই/২২ মাসের ভ্রমণ ব্যয়- ১০,০০০.০০ টাকা, ২) ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, কেশবপুর, যশোরের জুলাই/২২ মাসের ভ্রমণ ব্যয়- ৫,০০০.০০ টাকা, ৩) মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, কেশবপুর, যশোরের জুলাই/২২ মাসের ভ্রমণ ব্যয়- ৫,০০০.০০ টাকা। মাসিক সাধারণ সভাসহ অন্যান্য সভা, চেয়ারম্যান কার্যালয়, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, ভাইস চেয়ারম্যানদ্বয়ের দপ্তরের আগস্ট/২২ মাসের মাসিক নিয়মিত আনুষঙ্গিক ও আপ্যায়ণ ব্যয় পরিশোধ করতে হবে। উপজেলা পরিষদের অফিস কক্ষে ব্যবহৃত কম্পিউটারের মাদার বোর্ড পরিবর্তন ব্যয়- ৫১০০.০০ টাকা, উপজেলা পরিষদের সিসি ক্যামেরা মেরামত বিল- ৯,৬৭৪.০০ টাকা, উপজেলা পরিষদে কর্মরত মালী ও পরিচ্ছন্নতা কর্মী জুলাই/২২ মাসে ১৬,৫০০.০০ টাকা হারে মজুরী অনুমোদন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	বিধি মোতাবেক রাজস্ব তহবিল থেকে ব্যয় পরিশোধের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কেশবপুর, যশোর।
২	সিসি ক্যামেরা স্থাপন: উপজেলা নির্বাহী অফিসার জানান সাম্প্রতিক সময়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কর্মকান্ড সংগঠিত হচ্ছে। এজন্য মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ হতে এবং স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় হতে উপজেলা পরিষদ ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা, আবাসিক এলাকার নিরাপত্তার স্বার্থে সিসি ক্যামেরা স্থাপনের নির্দেশনা রয়েছে। ২০২০-২১ অর্থ বছরে কিছু ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছিল। অনেক ক্যামেরা হনুমানের দ্বারা নষ্ট হয়েছে। এছাড়া ঝড়ের কারণেও তারসহ অনেক ক্যামেরা নষ্ট হয়েছে। আরো নতুন ক্যামেরা স্থাপন করা প্রয়োজন। সিসি ক্যামেরাগুলো আইপি সিস্টেমের মাধ্যমে ব্যবহৃত হবে। পাসওয়ার্ডের মাধ্যমে একাধিক জায়গা হতে মণিটরিং করা যাবে। উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের অফিস, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় ও উপজেলা ডিজিটাল সেন্টারে সার্বক্ষণিক মণিটরিং করা হবে। পরিষদ রাজস্ব তহবিল হতে এ খাতে ২,০০,০০০.০০ টাকা ব্যয় হবে। ক্যামেরাগুলো প্রয়োজনীয় স্থানসমূহে ক্যামেরা স্থাপন করা হবে।। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনান্তে উপজেলা প্রকৌশল দপ্তর, কেশবপুর হতে প্রাক্কলন অনুযায়ী উপজেলা পরিষদ ক্যাম্পাস সুরক্ষায় প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) এর মাধ্যমে কাজ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়: ১। জনাব এস, এম হাবিবুর রহমান, চেয়ারম্যান, গৌরিঘোনা ইউনিয়ন পরিষদ-আহবায়ক ২। জনাব ঋতুরাজ সরকার, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, কেশবপুর, যশোর-সদস্য ৩। জনাব রূপালি রানী, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, কেশবপুর, যশোর- সদস্য ৪। জনাব মো: আব্দুস সামাদ, সহকারী প্রোগ্রামার, কেশবপুর, যশোর- সদস্য ৫। জনাব মো: শরিফ আলম রাজু, টেকনিশিয়ান, - সদস্য	জরুরি ভিত্তিতে উপজেলা প্রকৌশলীর প্রাক্কলন অনুযায়ী সিসি ক্যামেরা ক্রয় পূর্বক স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	চেয়ারম্যান গৌরিঘোনা ইউপিসহ গঠিত প্রকল্প কমিটি
৩	আসবাবপত্র ক্রয়: উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ২৮ টি অটোবি কোম্পানির চেয়ার ক্রয় করা হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে রাজস্ব তহবিলের অর্থায়নে প্রাপ্ত প্রাক্কলন অনুযায়ী ২,০০,০০০.০০ টাকার চেয়ার ক্রয় করতে হবে। আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) এর মাধ্যমে কাজ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়: ১। জনাব কাজী মুস্তাফিজুল ইসলাম, চেয়ারম্যান, সাগরদাঁড়ী ইউনিয়ন পরিষদ-আহবায়ক ২। জনাব সজীব সাহা, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কেশবপুর, যশোর-সদস্য ৩। জনাব মো: আব্দুল জব্বার, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, কেশবপুর, যশোর- সদস্য ৪। জনাব পুলোক কুমার শিকদার, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, কেশবপুর, যশোর- সদস্য ৫। জনাব মো: ফজলুর রহমান, সিএ, উপজেলা পরিষদ, কেশবপুর, - সদস্য	জরুরি ভিত্তিতে উপজেলা প্রকৌশলীর প্রাক্কলন অনুযায়ী উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে আসবাবপত্র ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	চেয়ারম্যান, সাগরদাঁড়ী ইউপিসহ গঠিত কমিটি
৪	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা/পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা: উপজেলা নির্বাহী অফিসার জানান যে, উপজেলা পরিষদের অভ্যন্তরে বর্জ্য ব্যবস্থার কোন ব্যবস্থা নেই। মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য মহোদয় আবাসিক এলাকায় ডাস্টবিন নির্মাণের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেছেন। আবাসিক এলাকায় যত্রতত্র ময়লা ফেলায় পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা, ২০২০ এর ৩(ভ) অনুচ্ছেদ মোতাবেক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য কেশবপুর উপজেলা পরিষদের অভ্যন্তরে গেজেটেড কোয়ার্টার এবং নন গেজেটেড কোয়ার্টারের পাশ্ববর্তী স্থানে জন্য ২ টি ডাস্টবিন, পচনশীল এবং সিনথেটিক বর্জ্যের জন্য ২টির উভয়টিতেই আলাদা আলাদা ২টি চেম্বার নির্মাণের প্রাক্কলিত ব্যয় ১,০০,০০০.০০ টাকা। উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল হতে পরিশোধের নিমিত্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) মাধ্যমে বাস্তবায়নের নিমিত্ত নিম্নলিখিত কমিটি গঠন করা হলো: ১। জনাব মো: আলা উদ্দীন, চেয়ারম্যান, কেশবপুর, ইউনিয়ন পরিষদ- আহবায়ক ২। জনাব মুহা: আলমগীর হোসেন, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, কেশবপুর- সদস্য ৩। জনাব মো: বজলুর রশিদ, উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, কেশবপুর- সদস্য ৪। জনাব মো: আনিসুর রহমান, সহ: উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, কেশবপুর- সদস্য	জরুরি ভিত্তিতে উপজেলা প্রকৌশলীর প্রাক্কলন অনুযায়ী উপজেলা পরিষদ অভ্যন্তরে ২টি ডাস্টবিন নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	চেয়ারম্যান, কেশবপুর ইউপিসহ গঠিত কমিটি

৫	নিরাপত্তা খাত (আনসার): উপজেলা নির্বাহী অফিসার জানান যে, উপজেলা পরিষদের অভ্যন্তরে নিরাপত্তা নিশ্চিতে ২ জন আনসার সদস্য নিয়মিত দায়িত্ব পালন করছেন। উপজেলা আনসার ও ভিডিপি অফিস হতে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে (জুলাই/২১ হতে জুন/২২ পর্যন্ত) মাসিক ৪১৬৫.০০ (চার হাজার একশ পঁয়ষট্টি) টাকা হারে (৪,১৬৫.০০×২জন×১২ মাস)= ৯৯,৯৬০.০০ (নিরানব্বই হাজার নয়শত ষাট) টাকা প্রদানের জন্য পত্র পাওয়া গেছে। উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল হতে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বকেয়া পরিশোধসহ প্রতি অর্থ বছরে পরিশোধের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ১। জনাব মো: আবু দাউদ, সাগরদাঁড়ী, ২। জনাব মো: নূর ইসলাম, পৌরসভা, কেশবপুর যশোরকে নিয়মিত দায়িত্ব পালনের বিষয়ে আলোচনা হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	উপজেলা পরিষদের অভ্যন্তরে নিরাপত্তা নিশ্চিতে ২ জন আনসার সদস্যের দায়িত্ব পালনে বকেয়া বিল পরিশোধসহ প্রতি অর্থ বছরে পরিশোধের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কেশবপুর, যশোর

আলোচ্য সূচি-৫: বিবিধ:

১	হাট বাজার: উপজেলা নির্বাহী অফিসার জানান যে, বাংলা ১৪২৮ সনে কেশবপুর উপজেলার ২৪ টি হাটের মধ্যে ২৩ টি হাটের ইজারা/খাস আদায় জনিত নীট আয় ৩৫,৩৬,৩৩৬/- টাকা। ৫% ভূমি রাজস্ব খাত, ২০% ভূমি রাজস্ব, ১৫% হাট বাজার উন্নয়ন, ১০% হাট বাজার উন্নয়ন, ৪% মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ, ৫% অবস্থানগত সুবিধা, ৪১% সংরক্ষিত হাট এবং ৪১% উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল খাতে খাতভিত্তিক নীতিমালা অনুযায়ী বিভাজন করা হয়েছে। বিভাজনটি সভায় পাঠ করে শুনানো হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনান্তে সকল হাটের এবং নীতিমালা অনুযায়ী খাত ভিত্তিক বিভাজন প্রস্তুত হওয়ায় সর্বসম্মতভাবে অনুমোদিত ও গৃহীত হয়। বিস্তারিত পরিশিষ্ট 'ক'।	বাংলা ১৪২৮ সনে হাট বাজার ইজারালব্দ আয়ের বিভাজন অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং বিভাজনমতে খাত ভিত্তিক অর্থ সংশ্লিষ্ট খাতে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কেশবপুর, যশোর

অত:পর, সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে দীর্ঘায়ু কামনা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপনপূর্বক সভার কার্যক্রম সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(কাজী রফিকুল ইসলাম)
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
ও
সভাপতি
উপজেলা পরিষদের মাসিক সাধারণ সভা
কেশবপুর, যশোর।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা পরিষদ
কেশবপুর, যশোর।

স্মারক নং- ০৫.৪৪.৪১৩৮.০০০.০৩.০২৬.২২- ১২৪৭ (৬০)

তারিখ: ১০ ভাদ্র, ১৪২৯ / ২৫ আগস্ট, ২০২২

অনুলিপি সদয় অবগতি/অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য, ৯০-যশোর-০৬
০৩। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৪। পরিচালক, স্থানীয় সরকার, খুলনা বিভাগ, খুলনা
০৫। জেলা প্রশাসক, যশোর।
০৬। উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার, যশোর।
০৭। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, কেশবপুর, যশোর।
০৮। .....
০৯। অফিস কপি।

২৫.০৮.২২
(এম.এম. আরাফাত হোসেন)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
কেশবপুর, যশোর।